আদর্শের সংঘাতঃ মডার্নিটি বনাম ইসলাম!

যুগে যুগে কুফর ও শিরক নানারূপে মানবজাতির সামনে উপস্থিত হয়েছে। আর সমাজের কর্তৃত্বে থাকা ব্যাক্তিরাই সাধারণত কুফর ও শিরকের নেতৃত্ব দিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কারণ, তাওহিদের দাওয়াহ তথা সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহ তা আলার ইবাদত করতে হলে, স্বেচ্ছাচারীতা ও অন্যের উপর অন্যায় আগ্রাসনের সুযোগ কোনো ব্যাক্তির থাকেনা। এউদ্দেশ্যেই সমাজের নেতা ও বিত্তবানেরাই সাধারণত আল্লাহ তা আলার দীনের বিরোধিতা করে থাকে।

জনমানুষের স্বভাবজাত উপলব্ধি, তাওহিদের দাওয়াতকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য প্রতিরোধ ও অসহযোগিতাকে প্রতিহত করতে স্বেচ্ছাচারী শয়তানের দল তাই মানুষের আবেগ ও অজ্ঞতাকে কাজে লাগাত।

এলক্ষ্যে তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা আদায়ে- কখনো মূর্তি, কখনো সূর্য-নক্ষত্র, কখনো আগুন বা পাথর, কখনো নবী বা ফেরেশতাদের, আবার কখনো সমাজের উত্তম ব্যাক্তি বা রাজাদের প্রভু হিসেবে জনমানুষের কাছে তুলে ধরতো।

বিভিন্ন যুগে তাওহিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দীন/ধর্মের আবির্ভাব ঘটলেও, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মিথ্যা দীন/আদর্শের সারনির্যাস একই। আর তা হচ্ছে, সমাজের শক্তিশালী ব্যাক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতার বৈধতা আদায়। হতে পারে সে স্বেচ্ছাচারিতা অবাধ ভোগবিলাসিতা, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ময়দানে।

আর এউদ্দেশ্যে এসকল নেতৃস্থানীয় পাপিষ্ঠরা জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে নানামুখী চটকদার স্লোগান নিয়ে হাজির হতো। যাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে, বিশৃঙ্খলাকারী ও স্বেচ্ছাচারিদের ইমাম- 'ফিরআউন'।

যার ব্যাপারে আল্লাহ তা আলা বলেন,

وَ نَادٰی فِرۡعَوۡنُ فِیۡ قَوۡمِہٖ قَالَ یٰقَوۡمِ اَلَیۡسَ لِیۡ مُلۡکُ مِصۡرَ وَ ہٰذِہِ الۡاَنۡہٰرُ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِیۡ ۚ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ

"আর ফির' আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত ; তোমরা কি দেখছ না?"

اَمۡ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡ ہٰذَا الَّذِیۡ ہُوَ مَہِیۡنٌ ۬ۙ وَّ لَا یَکَادُ یُبِیۡنُ

"নাকি আমি এ ব্যক্তি (মূসা আঃ) হতে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও প্রায় অক্ষম !"

فَاسۡتَخَفَّ قَوۡمَہٗ فَاَطَاعُوۡہُ ؕ اِنَّہُمۡ کَانُوۡا قَوۡمًا فٰسِقِیۡنَ

"এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক ফাসিক সম্প্রদায়।"

অর্থাৎ, উন্নতি ও প্রগতির প্রবঞ্চনাময় বক্তব্যের মাধ্যমে ফিরআউন তার জাতিকে বেওকুফ বানিয়ে নিয়েছিল। একইভাবে প্রতি যুগেই, প্রতিটি জাতির ফিরআউনরা সমাজের মানুষ ও সম্পদ শোষণের উদ্দেশ্যে চটকদার কথার আশ্রয় নিত। আর অধিকাংশই সাধারণত তা মেনে নিত।

ঠিক একইভাবে, তিনশ বছর আগের ইউরোপীয়দের সামরিক-রাজনৈতিক বিপ্লব এবং ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পর থেকে নতুন বোতলে পুরনো মদ আজ আমাদের গেলানো হচ্ছে। বা বলা যায় অনেকটাই গেলানো শেষ।

ব্রিটিশ ও তাদের দালালেরা আড়াইশ বছর যাবৎ ন্যায়ের শাসন, নৈতিক প্রগতি, বিজ্ঞানবাদ, প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলে মুসলিমদের গেলানো হচ্ছে ভোগবাদ, পুজিবাদ সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, উগ্র জাতিয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্রের মতো বিষাক্ত কুফর মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।

আর ব্যাক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ময়দানের তথা জীবনযাত্রার প্রতিটি অঙ্গনে এসকল কুফর ও শিরকের একত্রীরণ ঘটেছে যে নব্যদ্বীনের ছাতার নিচে; তার নাম- 'মডার্নিটি' বা ''আধুনিকতাবাদ'।

ফলাফলস্বরূপ, আধুনিক ফিরআউন তথা স্বেচ্ছাচারী জাতিয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা ও পুজিপতিরা ব্রিটিশ বেনিয়াদের দিয়ে যাওয়া আদর্শ ও ব্যাবস্থাপনা দিয়েই মুসলিমদের শাসন জারি রাখলো।

আর রাস্ট্রের সেকুল্যার নাগরিকরা ফিরআউনের জাতির মতোই গালভরা বুলি আর ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে ইউরো-আমেরিকান দীনের অন্ধ আনুগত্যে "আধুনিকতাবাদী" সেজে মদমত্ত হয়ে জীবন কাটাতে লাগলো।

তাদের কাছে রইলো না আদর্শ, মুল্যবোধ, আত্মত্যাগ বা উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব। রয়ে গেল কেবল শুকরের মতো ক্ষুধা আর কুকুরের মতো যৌনচাহিদা। আত্মমর্যাদাপুর্ণ মুসলিমদের অযোগ্য উত্তরসূরীরা পরিণত হলো ব্যাক্তিত্বহীন নারসিসিস্টে।

ইউরোপে ক্যাথলিক খ্রিস্টান পাদ্রী এবং রাজাদের রাজনৈতিক-সামাজিক স্থবিরতা ও ব্যার্থতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অস্তিত্বে আসে রিফর্মেশন আন্দোলন। এরপর তিনশ বছরব্যাপী ধারাবাহিক বিভিন্ন সামরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের (ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তি, গ্লোরিয়াস রেভ্যুলেশন, এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন, ফরাসি বিপ্লব, এশিয়া ও আফ্রিকায় কলোনি স্থাপন, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি) বিবর্তনস্বরূপ- ১৯০০ সালের পর পর পশ্চিমা বিশ্বে পুর্ণতা লাভ করে- "মডার্নিটি" বা "আধুনিকতা" নামক নতুন দীন বা জীবনদর্শন।

মডার্নিটি বলতে বোঝানো হয়, একটি বৃহত্তর নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনকে। যদিও, মডার্নিটির সূচনা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা করতে গিয়েই শুরু, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মডার্নিটি নিজেই খোদ একটি ধর্মবিশ্বাসে রূপ নিয়েছে।

ভাই হামজা আব্দুর রহমানের বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক-

"আধুনিক/মডার্নিস্ট ব্যক্তি যেসব মূল্যবোধকে পবিত্র মনে করে সেগুলোই চূড়ান্ত। নৈতিকতার মানদন্ড তৈরি হবে সমাজের স্বাধীন ব্যক্তিদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। অন্য সকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে আধুনিক লোকদের ঠিক করা এই মূল্যবোধের আলোকে যাচাই করতে হবে।

দীন ইসলাম বা অন্যান্য দীনকেও যাচাই করতে হবে আধুনিক লোকদের বাছাই করা এই মূল্যবোধের আলোকে। কাজেই অধিকাংশ লোক কোন কিছুকে বৈধ বললে তা হবে বৈধ এবং অবৈধ বলে তা হবে অবৈধ। অধিকাংশরা কোন কিছুকে ভালো বললে ওটা হবে ভালো। মন্দ বললে হবে মন্দ।

বলাবাহুল্য মডার্নিটি প্রভাবিত সমাজে অধিকাংশের চিন্তাভাবনা চালিত হয় 'আধুনিকতা'র চিন্তাকাঠামোর ভেতরে। এই জীবনদর্শন কার্যত শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্র, ও সমাজ থেকে নৈতিকতাকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের সকল বোধ জনপরিসর থেকে অপসারিত হয়। সেই জায়গা দখল করে 'আধুনিক' মূল্যবোধ।

মডার্নিটি তার নিজস্ব নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শিল্প, ফ্যাশন, সাহিত্য, আইন এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করে।"

বহু 'মানব-দেবতা'র চিন্তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই দীন/ জীবনদর্শনের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী হিন্দুধর্মের সাথে। পরিভাষাগত জটিলতা, পরস্পরবিরোধীতা এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উভয় ধর্মেরই রীতিনীতিতেও থাকে নানা মতভেদ। যেমন- কোথাও দুর্গার পূজা হয়, কিন্তু ব্রহ্মের পূজা হয় না। আবার কোথাও পার্বতীর পূজা হয় তো দুর্গার হয় না। আবার হরিহারের হয়, কিন্তু সরস্বতীর হয়না।

একইভাবে মডার্নিটির ক্ষেত্রেও,

কেউ হয়তো জন লককে মানে, কিন্তু রুশোকে মানে না। কেউ হয়তো কান্টের আনুগত্য করে তো, এডাম স্মিথকে মানেনা। আবার কেউ হয়তো ডারউইনকে মানে, কিন্তু মার্ক্সকে মানেনা।

উভয় ধর্মের তফাৎ কেবল,

ক) হিন্দুরা মানুষের পাশাপাশি জিন, কাল্পনিক স্বর্গীয় সত্তাকে দেবতা মানলেও, মডার্নিস্টরা কেবল মানুষকেই নিজেদের দেবতা মনে করেন।

খ) হিন্দু পুরোহিতরা নিজ ধর্ম ও দেবতাদের যথাক্রমে ধর্ম ও দেবতা হিসেবে স্বীকার করলেও, ব্যাপকতা লাভ ও কনভার্শনের মাত্রাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মডার্নিস্ট পুরোহিতরা ধর্মকে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নামে এবং দেবতাদের দার্শনিক, বিজ্ঞানী ইত্যাদি সাব্যস্ত করে থাকে।

এবং,

গ) জনসাধারণকে ধোঁকাদানে মডার্নিস্টরা ফ্র্যাগমেন্টেশনের আশ্রয় নিয়ে থাকে ব্যাপকভাবে। এজন্যই মডার্নিটির স্বরূপ জানাবোঝা ও চিহ্নিত করা বেশ দুরূহ হয়ে থাকে।

তাই মডার্নিটির যাজক ও অনুসারীরা মডার্নিটি শব্দটির পরিবর্তে সাধারণত এর বিভিন্ন শাখা (যেমন- লিবারেলিজম, পুজিবাদ, সেক্যুলারিজম বা গণতন্ত্র ইত্যাদি) নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করে থাকে সাধারণত।

সহজে বুঝতে এভাবে দেখা যেতে পারে,

ক) "হিউম্যানিজম", "উপযোগবাদ" - 'মডার্নিটি' নামক দীনের ব্যাক্তিক ও জ্ঞানগত দর্শন।

খ) "লিবারেলিজম" - মডার্নিটির সামাজিক দর্শন।

গ) "সেক্যুলারিজম", "জাতীয়তাবাদ", "গণতন্ত্র", "ফ্যাসিবাদ" ইত্যাদি- মডার্নিটির রাজনৈতিক দর্শন।

ঘ) "পুঁজিবাদ", " সমাজতন্ত্র" - মডার্নিটির অর্থনৈতিক দর্শন।

মডার্নিটির ছাতার নিচে জমা হওয়া উল্লেখিত প্রতিটি দর্শনই তাওহিদ তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর বিপরীতে অবস্থান করছে, যা ব্যাক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বাইরে নিয়ে যায়।

মডার্নিটিই এ যুগের সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা, কুফর, শিরক বা জাহেলিয়াত; যা ই বলা হোক।

মডার্নিটির মূলনীতিগুলো গ্রহণ করা বা এর ইসলামবিরোধী আকিদাগত মাযহাবগুলোর যে কোনো একটিতে ডুবে যাওয়াই কোনো ব্যাক্তি বা দলকে "মডার্নিস্ট" বলা হবে। আর মডার্নিস্ট ব্যাক্তি আদৌ ইসলামের সীমায় থাকতে পারে না।

সংখ্যায় তেত্রিশ কোটিতে (যেহেতু, এই দীন হিন্দুধর্মের মতো এত পুরনো না) না পৌছলেও- প্লেটো, এরিস্টটল, ডেমোক্রিটাস থেকে নিয়ে হবস, স্পিনোজা, ডারউইন হয়ে উটগেনস্টাইন, এমস্কম্ব বা জন রলস; সব মিলিয়ে মডার্নিস্ট দেবতাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম না।

এধর্মের শাখাপ্রশাখা ছড়াচ্ছেই, দেবতার সংখ্যাও বাড়ছে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ- জ্ঞানপাপী, কৃত্রিমতাশ্রয়ী 'আধুনিক' হয়রান ব্যক্তিদের তাত্ত্বিক ও প্রগলভ আলোচনাও বেড়ে চলেছে। এমনকি হালের পোস্ট-মডার্নিট দাবীদাররাও আদতে একই গোয়ালের গরু। ফরাসী দার্শনিক আল্যান টৌরেইন তার **Critique de la modernit**é বইয়ে তা উল্লেখ করেছেন।

মডার্নিটির প্রতিটি শাখা-উপশাখার মৌলিক সূত্র শুরু থেকেই অভিন্ন। আর তা হচ্ছে,

"পূর্ব থেকে চলে আসা ট্র্যাডিশন বা ধর্মের (বিশেষত, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম) আনুগত্যের বদলে নতুনভাবে চিন্তা করা হবে।

অভিজ্ঞতালব্ধ, ঐতিহাসিক কল্যাণ ও প্রমাণ মজুদ থাকা সত্ত্বেও, পুরনো সকল কিছুই প্রত্যাখ্যাত হবে।

বরং, মানবীয় বিবেকবুদ্ধি এবং মানুষ ও সমাজের উদগ্র চাহিদার আলোকে রিফর্মেশন চলবে, চলতে থাকবে!"

(২)

যদিও আধুনিক এধর্মের দেবতা, পাদ্রী ও অন্ধানুসারীরা যুক্তি ও বুদ্ধির অনুসরণের আহবান করে, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল এমন সবকিছুরই অনুসরণ করে, যা তাদেরকে পশুবৃত্তিক আনন্দ পৌছায়। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মূলনীতিই হচ্ছে, সম্ভাব্য সকল উপায়ে **Maximastion of Pleasure** বা ভোগবিলাসিতার সর্বোচ্চকরণ!

وَ اتَّبَعَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مَاۤ اُتۡرِفُوۡا فِیۡہِ

"আর সীমালঙ্ঘনকারী কেবল তারই অনুসরণ করে, যা তাদের আনন্দিত করে।"

আর,

স্বঘোষিত বিজ্ঞানমনস্ক, যাজকশ্রেণী মূলত নিজেদের পাশবিক চাহিদার বৈধতা আদায়ের উদ্দেশ্যেই চরিত্রহীন, প্রবৃত্তিপূজারী ইউরোপিয়ান দার্শনিক ও এধর্মের যাজকদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে।

وَ تَرٰی کَثِیۡرًا مِّنۡہُمۡ یُسَارِعُوۡنَ فِی الۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ وَ اَکۡلِہِمُ السُّحۡتَ ؕ لَبِئۡسَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ

"আর তাদের অনেককেই আপনি দেখবেন দৌড়ে গিয়ে পাপ, সীমালঙ্ঘন ও অবৈধ খাওয়াতে লিপ্ত হয়; তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট।"

সময় সাক্ষ্য দিচ্ছে,

মডার্নিটির সেক্যুলার দেবতা বা লিবারেল যাজকরা মানুষের আত্মা ও সমাজকে মুক্তি দিতে পারেনি। বরং ব্যাক্তি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে গেছে ভ্রষ্টতা ও দুর্দশার মাড়ি ও মড়ক!

দেবতা দানবে পরিণত হয়ে বিশ্বব্যাপী সমকামিতা, শিশুকামিতা, পশুকামিতা, গর্ভপাত, লুন্ঠন, গণহত্যাকে ইতিহাসের যে কোনো সময়ের তুলনায় এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে। আলোচনার সংক্ষিপ্ত রাখতে, উদাহারণ হিসেবে কেবল মডার্নিটির উপহার 'নারীবাদ'-এর ফলাফল তুলে ধরা হলোঃ-

'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় "ঢাকায় প্রতি ৩৮ মিনিটে ভাঙছে একটি বিয়ে" শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখিতঃ-

"ঢাকার দুই সিটির তথ্য বলছে, ৭৫ শতাংশ ডিভোর্সই দিচ্ছেন নারী। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে চার হাজার ৫৬৫টি বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়েছে, অর্থাৎ প্রতি মাসে এক হাজার ১৪১টি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল এক হাজার ৪২। এই হিসাবে চলতি বছর প্রতি মাসে বেড়েছে ৯৯টি বিচ্ছেদ। গত বছরও নারীদের তরফে ডিভোর্স বেশি দেওয়া হয়েছে, ৭০ শতাংশ।

বিচ্ছেদের প্রবণতা শুধু ঢাকায়ই নয়, সারা দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ১৭ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েছে।"

এটা তো এক খসড়া চিত্র মাত্র। পূর্ব বাংলার বিগত কয়েক হাজার বছরের পরিসংখ্যান সামনে আনলে, সুনিশ্চিতভাবেই বিগত দুইশ বছরের রাষ্ট্রীয় শোষণ, সামাজিক ও ব্যাক্তিগত বিপর্যয়ের মাত্রা অন্য যে কোনো সময়কে পেছনে ফেলবে।

অথচ,

হাপিয়ে ওঠা মানবজাতির দীর্ঘনিঃশ্বাস দক্ষিণমেরুর বরফ গলিয়ে ফেললেও, পশ্চিমাদের উচ্ছিষ্টভোগী 'বিজ্ঞানমনস্ক' যাজক সম্প্রদায়ের পাপাসক্ত কঠিন অন্তর গলাতে সক্ষম হয়নি!!

মিডিয়া, একাডেমিয়া আর আইনসভায় সওয়ার হয়ে, "মর্ডানিস্ট" লেজকাটা শেয়ালের দল প্রতিনিয়ত নানা লেবেলের নতুন বোতলে প্রবৃত্তিপূজার পুরনো মদ জনসাধারণের কাছে পরিবেশনে সর্বদাই নিরত!

এসকল লেজকাটা শেয়ালদের প্রোপাগান্ডা ও কৌশলে অভিভুত হয়ে ইসলামপন্থীরাও খেই হারিয়ে ফেলেছে। বুঝতে ও বোঝাতে অক্ষম হচ্ছে-

ইসলাম বলে, "আনুগত্য কেবল আল্লাহ তা আলার। বাকি সবার আনুগত্য আল্লাহ তা আলার আনুগত্যের অনুগামী।"

মডার্নিটি বলে, "আনুগত্য কেবল প্রবৃত্তিপূজারী দার্শনিকদের। আল্লাহ তা আলার আনুগত্যও এসকল দার্শনিকদের অনুগামী!"

(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

তাই, 'আধুনিক' এই দীনের ব্যাপারেও একই হুকুম আসে, যা আগে থেকেই ছিল। আর তা হচ্ছে-

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন বা মতবাদ গ্রহণের অর্থই হল আল্লাহ তা আলার আনুগত্য বর্জন ও বিদ্রোহ।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" - (সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫)

মডার্নিটির মায়াজালে আটকা পড়া আপামর মুসলিম জনতা, বিশেষত ইসলামপন্থীদের এও বুঝে নিতে হবে যে,

ব্যক্তি, সমাজ বা রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামকে প্রতিস্থাপনের অপরাধে- হুমায়ুন আজাদ, সলিমুল্লাহ খান, ফরহাদ মজহার, পিনাকী ভট্টাচার্য, ইউসুফ কারদাবি, ইয়াসির কাদীদের সকলেই অপরাধী। কেবল, নিয়ত, সংকল্প, ক্ষেত্র ও মাত্রায় রয়েছে ভিন্নতা!

(৩)

সামরিক উত্থান, ইসলামী জাতির অধঃপতন, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটপাট, স্থানীয় দালালদের স্বেচ্ছাসেবী ভুমিকা ইত্যাদি মডার্নিটির ব্যাপকতা লাভে মৌলিক ভুমিকা রাখলেও, অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে- প্রযুক্তি ও ভৌতবিজ্ঞানে ইউরোপীয়দের 'আকস্মিক' উন্নতি।

অথচ, এউন্নতি তথা শিল্প বিপ্লবের অনুঘটক হিসেবে এশিয়া থেকে নগদ পাওয়া অঢেল অর্থ, কাঁচামাল ও প্রাচীন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির (যেমন, চাইনিজ গান পাউডার, ইন্ডিয়ান মেডিসিন ইত্যাদি) সরাসরি ভুমিকা রয়েছে।

ভারতীয় লেখক ও রাজনীতিবিদ শশি ঠারুর বলেন,

"তারা (পশ্চিমারা) আমাদেরকেই উল্টো অনগ্রসরতার জন্য দায়ী করে বলে যে, 'আমাদের কোনো দোষ নেই, তোমরাই বরং শিল্পবিপ্লবের বাস ধরতে পারোনি।'

আমি বলি, 'হ্যা। কারণ তোমরা আমাদেরকে সেই বাসের চাকার নিচে ছুড়ে ফেলেছিলে।"

পশ্চিমারা বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উন্নতির চোখধাধানো প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে নিজেদের বিষাক্ত ও ছোঁয়াচে দর্শনের পাইকারি প্রচারে বেশ ভালোভাবেই সক্ষম হয়। যার মূলে নিয়ামক ভুমিকা রাখে পশ্চিমা রাজনীতিবিদ, আমলা ও পুজিবাদী ব্যাবসায়ীরা।

অথচ,

একটি চিরন্তন কিন্তু উপেক্ষিত তত্ত্ব হচ্ছে, পশ্চিমা বিজ্ঞানের উন্নতি আর 'মডার্নিটি'র মোড়কে উপস্থাপিত বর্বর পশ্চিমা দর্শন- সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। একটিতে প্রভুত ফলাফল পাওয়া গেলে, অপরটিতেও পাওয়া যাবে, এটা একেবারেই ঢালাও ও বাতিল একটি দাবী।

দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞানের জনকখ্যাত রবার্ট বয়েলের তীব্র সমালোচক ছিলেন পশ্চিমা দর্শন তথা মডার্নিটির প্রবাদ-পুরুষ থমাস হবস।

থবসের বক্তব্য ছিল যে, ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে মানবীয় আচরণ বা প্রবণতার বাস্তবতা বোঝা সম্ভব না।

ব্রুনো লাতুর "**We Have Never Been Modern**" বইয়ে বলেন,

"Representation of things through the intermediary of the laboratory is forever dissociated from the representation of citizens through the intermediary of the social contract."

অর্থাৎ, পশ্চিমাদের উন্নত ল্যাবরেটরি বা ভৌতবিজ্ঞান (যা প্রতিফলিত হয়েছে প্রযুক্তি বা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির মাধ্যমে) আর অধঃপতিত সামাজিক বিজ্ঞান/দর্শনের (যা প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের অধঃপতনের মাধ্যমে) মাঝে রয়েছে চিরন্তন বিচ্ছেদ।

তাই,

১) পশ্চিমাদের বানানো ফেসবুক ব্যাবহার করলে কিংবা তাদের হাসপাতালে সিটি স্ক্যান করালে সমকামী, শিশুকামী কিংবা উলঙ্গবাদী হয়ে যেতে হবে; এটা খোদ সেক্যুলাংগারদের যাজকরাই সঠিক মনে করেনা।

মূলত বাস্তবতা তো এটাই যে,

অজ্ঞ, বিভ্রান্ত, প্রবৃত্তিপূজারী, অন্ধানুসারী, অদূরদর্শি কিংবা অশ্লীলভাষী শাহবাগী ব্যাতীত কোনো বোধসম্পন্ন ব্যাক্তিই মডার্নিটির স্রোতে গা ভাসায় না।

এবং,

২) বস্তুগত উন্নতির সাথে আত্মিক ও সামাজিক উৎকর্ষতাকে এক পাল্লায় মাপার মানেই হলো, নিজেকে জড়বস্তু বা পশুর স্তরে নামিয়ে নেয়া। যারা নিজেদের বানরের বংশধর মনে করে উল্লসিত হয়, তাদের জন্য তো কোনো আক্ষেপ নেই। আক্ষেপ তো তাদের জন্য, যারা নিজেদের আদম (আ) এর সন্তান মনে করা সত্ত্বেও, বস্তু ও ব্যাক্তি, পশু ও মানুষের পার্থক্য করতে ভুলে যায়।

মনে রাখতে হবে, সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবীয় গুণাবলী, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সাম্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, যে জ্ঞানের প্রতিফলন যথাযথভাবে কেবল নবীদের (আ) মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়েছে ও হবে।

আরামদায়ক বাসস্থান, অধিক খাওয়া, ব্যাপক যৌনতা, গভীর ঘুম কিংবা দামী পোশাক তথা দুনিয়াবি উপযোগিতা অর্জনে অগ্রগামী হওয়ার জ্ঞান তো আসলে থার্ড গ্রেড জ্ঞান।

জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রস্তাবিত 'ভোগবাদ' (utilitarianism)-এর মতো নিম্নমানের আদর্শ সর্বশেষ জাহেলি যুগের পারস্যেই সম্ভবত প্রবল ছিল কিছুটা।

অথচ, 'ভোগবাদ' তথা দুনিয়াবি ভোগবিলাসিতার সর্বোচ্চকরণকেই সফলতার মানদন্ড সাব্যস্ত করা হলে তো দেখা যাবে- আধুনিক মানুষরাও প্রাচীন যুগের ধারেকাছেও যেতে পারেনি। বিগত তিনশ বছরে এমন কোন আধুনিক ব্যাক্তির দেখা কি মিলেছে, যার পারস্য সম্রাট পারভেজের মতো ১২০০০ সুন্দরী রক্ষিতা ছিল?

তদপুরি, মানুষ তো উইপোকার চেয়েও অদক্ষ আর্কিটেক্ট, কচ্ছপের চেয়েও ক্ষণজন্মা, সেপিয়ার চেয়ে কম আত্মরক্ষায় সক্ষম, তিমির চেয়ে কম খাদ্যগ্রহণকারী, পাখির চেয়ে কম যৌনসক্রিয়, সিংহের চেয়ে কম নিদ্রা উপভোগকারী, শুকরের চেয়ে কম নির্লজ্জ।

সুতরাং বুঝতে ও বোঝাতে হবে, পশুপাখির সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া পশ্চিম ও প্রাচ্যের সেক্যুলারদের মানালেও, মুসলিমদের মানায় না। কিংবা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো মানুষকেই মানায় না।

আমাদের অবশ্যই শরিয়াহ ও বাস্তবতার আলোকে জানা ও বোঝা উচিৎ,

১) "ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, রাস্ট্রসহ সকল গাইরুল্লাহর পরিবর্তে কেবল এক আল্লাহ তা আলার নাযিলকৃত শরিয়তের আনুগত্য ও কর্তৃত্বই চলবে।" - এই কথা বিশ্বাস করা, স্বীকৃতি দেয়া ও তদানুযায়ী আমল করাই হচ্ছে তাওহিদ!

আর মডার্নিটি তাওহিদের দাবীকেই নাকচ করে দেয়।

.

২) পশ্চিমাপ্রভাবিত নব্য কলোনিয়াল শক্তি তথা সেকুল্যাংগারদের সাথে আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ময়দানে চলমান দন্দ্বই এদেশে ইসলামপন্থীদের প্রধাণ দন্দ্ব।

এহেতু,

পশ্চিমা সেকুল্যার চিন্তাকাঠামোর মডার্নিটি ও এর মূলভিত্তিসমূহের (বিশেষত- ভোগবাদ, লিবারেলিজম, পুজিবাদ, সেকুল্যারিজম, জাতিয়তাবাদ),

ক) পরিচয় ও কুফরের ব্যাপারে জানা;

অতঃপর, খ) এই কুফরকে প্রত্যাখ্যান এবং গ) অসহযোগিতা ও প্রতিহত করা- মুসলিমদের জন্য বিগত দুশ বছর থেকেই অবহেলিত কিন্তু অপরিহার্য, প্রাথমিক ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দায়িত্ব।

তাই, উম্মাহর নের্তৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ, দাঈ, ওয়ায়েজ, সংগঠক, অনলাইন এক্টিভিস্ট, লেখক ও উলামায়ে কেরামের জন্য এক অপরিহার্য জিম্মাদারি হচ্ছে-

'মডার্নিটি'র কুফর ও ইলহাদের বিপক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করা এবং উম্মাহকে তাওহিদের আকিদায় দীক্ষিত ও দিকনির্দেশ করা।